

		
		
<p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডলিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p>		

বন্যা আক্রান্ত জেলাসমূহের জন্য বন্যা পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ।

প্রকাশের তারিখ: ১১/০৮/২০২০

আমন ধান:

- আমন ধানের বীজতলা ও মূল জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- আমন ধানের বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। পানি সরে না গেলে ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা রোপণ করতে হবে।
- বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে বন্যা সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে।
- উঁচু জায়গায় সম্মিলিতভাবে ব্রি ধান ৫১, ৫২ বা বিনা ধান ১১, ১২ এর বীজতলা তৈরি করুন।
- জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করুন। মূল জমিতে রোপণের আগে চারাগাছের শিকড় শোধন করে নিন।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১ ও ব্রি ধান৭৫ সরাসরি ২৫ আগস্ট পর্যন্ত রোপণ করা যেতে পারে।
- এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বি আর৫, বি আর২২, বি আর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬ জাতসমূহ ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। সরাসরি বপনের সময় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত।
- স্থানীয় জাত যেমন- নাইজারশাইল ও গাইঞ্জাসহ স্থানীয় জাতসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ বা সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ৩০ আগস্টের মধ্যে বপন করতে হবে।
- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকী কুশি সযত্নে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সাথে সাথে অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় একটু বেশি করে চারা দিয়ে (৪-৫ টি) এবং ঘন করে (২০x১৫ সে.মি. দূরত্বে) রোপণ করতে হবে।
- বন্যার পানিতে আসা পলির কারণে জমি উর্বর হয়। এ জন্য বিলম্বে রোপণের ক্ষেত্রে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
- আংশিক বন্যায় আক্রান্ত বীজতলায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে চারা একটু সোজা হয়ে উঠলে ৬০ গ্রাম থিওভিট, ৬০ গ্রাম পটাশ সার ও ২০ গ্রাম জিঙ্ক সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ধানের ফুল পর্যায়ে বিশেষ করে সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে খোঁড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে ট্রাইসাইক্লোজল ও স্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার ও নেটিভো ৭-১০ দিন ব্যবধানে দুইবার বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেত্রে মাজরা, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকাকার আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা যেমন- হাত জাল, পার্চিং, আলোক ফাঁদ এবং অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- মাজরা পোকাকার জন্য ভিরতাকো, পাতা মোড়ানো পোকাকার জন্য সেভিন/মিপসিন, পামরি পোকাকার জন্য ডার্সবান/সেভিন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

- মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারা রোপণ করার আগে পাতার অগ্রভাগ কেটে দিন কারণ এই পোকা সেখানে ডিম পাড়ে।

অন্যান্য ফসল:

- আউশ ধান, সবজি ও অন্যান্য দণ্ডায়মান ফসলের জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- বন্যা আক্রান্ত জমি থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে নতুন সবজি চাষ শুরু করুন।

মৎস্য:

- সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অধিকাংশ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গিয়েছে। বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নিম্নলিখিত কাজ করতে হবে-
 - আগাছা পরিষ্কার করুন।
 - বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
 - তলিয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে পানি নেমে যাওয়ার পরপরই চারধার মেরামত করে নিন।
 - রৌদ্রজ্বল দিনে মাছের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ২৫০-৭৫০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের তিন দিন পর রৌদ্রজ্বল দিনে ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ইউরিয়া এবং ৪০-৫০গ্রাম/শতাংশ হারে টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
 - পুকুর থেকে মাছ বের হয়ে গিয়েছে কিনা জাল টেনে পরীক্ষা করুন। মাছ বের হয়ে যাওয়া পুকুরগুলোতে একটু বড় আকারের পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- ঘাস পাওয়া না গেলে ভক্ষণযোগ্য গাছের পাতা যেমন কলা, বাঁশ, আম, কাঁঠালের পাতা খাওয়ান।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা পানি পান করান।
- গবাদি পশুর পর্যাপ্ত খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। এ সময় হাঁসমুরগীকে ভাতের সাথে টেট্রাসাইক্লিন পাউডার খাওয়ান।
- পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাঁস- মুরগীকে ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- সুস্বাদু খাবার ও পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা করুন।
- রানীক্ষেত/বসন্ত রোগের টীকা প্রদান করুন।